যুক্ত বাংলার প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ / ০৩.০৮.১৬

আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন স্বর্ণপদকে ভূষিত ডেপুটি স্পিকার

কাগজ প্রতিবেদক : ডেপুটি স্পিকার এডভোকেট মো. ফজলে রাব্বী মিয়া আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন স্বর্ণপদক পেয়েছেন। গত সোমবার কলকাতা প্রেসক্লাবে দীনেশ চন্দ্র সেনের সার্ধশত জন্ম বার্ষিকী উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে তাকে এ স্বর্ণপদক দেয়া হয়। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন রিসার্স সোসাইটির সভাপতি স্বপন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন অ্যামিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেনসের বাংলা বিভাগের প্রধান ড. অজান্তা মিত্র বিশ্বাস, ওয়েসি. মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের সম্পাদক ড. হাজি শেখ আহমদ আলী, প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য, কলকাতায় বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর মো. মাঈনুল কবীর ও প্রেস

➤ এরপর-পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন

● শেষের পাতার পর

সেক্রেটারি মোফাখখারুল ইকবাল। দিনব্যাপী আয়োজিত এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দীনেশ চন্দ্র সেন রিসার্স সোসাইটির সম্পাদিকা দেবকন্যা সেন। অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক গ্রহণকালে ডেপুটি স্পিকার দীনেশ চন্দ্র সেন রিসার্স সোসাইটির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ডেপুটি স্পিকার বলেন, কৃতী সাহিত্যিক দীনেশ চন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তার লেখনীতে বাংলার আবহমান সংস্কৃতির বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন, বাংলা সাহিত্যের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য তার কর্মকে অনুশীলন করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে দুই বাংলার পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

ডেপুটি স্পিকার বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলা সাহিত্যের চর্চা ও গবেষণা বাড়ানোর প্রতি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে দুই বাংলা এসব বিষয়ে যৌথ উদ্যোগ নেবে।

অসাম্প্রদায়িক চেতনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে এ কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সারা বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য উদাহরণ বাংলাদেশ। তবে দেশি-বিদেশি একটি চক্র এই সম্প্রীতি নষ্ট করতে নানাভাবে কাজ করছে। তিনি বলেন, তাদের চক্রান্তে দেশে জঙ্গি হামলার ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু সরকার এসব জঙ্গি-সন্ত্রাসী তৎপরতা রুদ্ধে সফল হয়েছে। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমনে পাশে থাকার ঘোষণায় ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফজলে রাব্বী মিয়া বলেন, বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে ভারতে কেউ সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাতে পারবে না। তিনি বলেন, ভারতের মাটিতেও যাতে কোনো সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার না ঘটে, সে বিষয়ে ভারতকে সহযোগিতা করতে শেখ হাসিনা সরকার প্রস্তুত আছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য তিনি বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানান।